শহর ছেড়ে সীমান্তে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র মিছিল

গ্রেপ্তার এড়ানোর কৌশল হিসেবে বিএনপি’র ডাকা অবরোধের তৃতীয় দিনে মেহেরপুর জেলা বিএনপি শহর ছেড়ে সীমান্তে অবরোধের সমর্থনে মিছিল করেছ।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর ছয়টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা ইছাখালী পাকুড়তলা মোড় থেকে শতাধিক কর্মী সমর্থকের অংশগ্রহণে ঝটিকা মিছিলটি শুরু হয়ে প্রধান সড়ক সহ বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় মিছিলটি নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। মিছিল থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগ সহ অবরোধের প্রথম দুই দিনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির আটক নেতাদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেয়া হয়।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে মাসুদ অরুণ মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয় ও আমার বাসভবন পুলিশ,ডিবি,ডিএসবি সহ বিভিন্ন গয়েন্দা সংস্থা কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে। ঘর থেকে বের হওয়া দূরের কথা, ঘরে অবস্থান করা নেতাকর্মীদের পুলিশ তুলে নিয়ে যেয়ে নুতন মামলাসহ অনেক পুরাতন মামলাতেও আটক দেখাচ্ছে। পুলিশ বিএনপি নেতাকর্মী আটকের যে পরিসংখ্যান দিচ্ছে সেটাতে অনেক চালাকীর আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। বিএনপির কেন্দ্র ঘোষিত অবরোধ কর্মসূচীর প্রথম দুই দিনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির ৫২ নেতাকে আটক করা হয়েছে। তাই বাধ্য হয়েই গ্রেফতার এড়াতে শহরের বাইরে কর্মসূচীর সমর্থনে আজকের এই ঝটিকা মিছিল।’

তবে, মেহেরপুর প্রতিদিনকে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নাশকতা ঠেকাতে ৩১ জনকে আটকের তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিএনপির দুই শীর্ষ নেতাসহ গ্রেফতার ১১

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ ও গাংনী পৌর ব্হিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলাসহ বিএনপির ১১ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার ভোর রাত থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম এসকল নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতার কৃত মধ্যে সদর থানা পুলিশ ৫ জনকে, গাংনী থানা পুলিশ ৪ জনকে এবং মুজিবগর থানা পুলিশ বাকি ৩ জনকে গ্রেফতার করে। বাকি গ্রেফতারকৃতরা হলেন সদর উপজেরার শ্যামপুর ইউনিয়ন যুবদলের কোষাধাক্ষ্য তাওহীদ হোসেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের ক্রীড়া সম্পাদক বাণী হোসেন, আমদহ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আয়নাল হক, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশিদ মামুন, গাংনী উপজেলার গাংনী পৌর বিএনপির সেক্রেটারি মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী উপজেলা বিএনপির অর্থ বিষয়ক সম্পাদক জিয়াউর রহমান, রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, বিএনপি কর্মী জহুরুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নায়েব আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য তাহাজুল ইসলাম।

পুলিশ জানায়, বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। অবরোধ চলাকালে যাতে কোন নাশকতার ঘটনা না ঘটাতে পারে সে বিষয়ে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে বিএনপির ১০ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বিএনপির ডাকা তিনদিনের অবরোধের প্রথম দিন অনেকটা নিরুত্তাপ কেটেছে। দোকানপাট ও স্থানীয় যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করেছে। তবে দুরপাল্লার কোন পরিবহন ছেড়ে যায়নি। এদিকে নাশকতা ঠেকাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশ গত ২৪ ঘস্টায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তিন উপজেলা থেকে বিএনপির ১০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সদর থানা ৪ জন, গাংনী থানা ৫ জন এবং মুজিবনগর থানা একজনকে আটক করেছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপারের নির্দেশে তিন থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম মঙ্গলবার দিনব্যাপী জেলা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় বিশেষ ক্ষমতা আইনে সদর থানা পুলিশ কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মো: শামীম হোসেন (৪৫), মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মো: খোরশেদ আলম (৩৬), বিএনপি কর্মী মো: এনামুল হক (৫৫), কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সভাপতিমো: তুহিন হোসেন (৪০)। গাংনী থানা পুলিশ সাহারবাটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সেক্রেটারি আসমাউল হুসনা(২৮), রায়পুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান (৫০), ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি জামাল হোসেন (৪৫), জুমাত আলী(৫০), সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি,গাংনী পৌর সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক মো: এডাম সুমন(৪০), মুজিবনগর থানা পুলিশ মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সাব্দার আলী(৫৪)।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিএনপির ডাকা তিনদিনের অবরোধের প্রথম দিন অনেকটা নিরুত্তাপ কেটেছে। দোকানপাট ও স্থানীয় যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করেছে। তবে দুরপাল্লার কোন পরিবহন ছেড়ে যায়নি। এদিকে নাশকতা ঠেকাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তিন উপজেলা থেকে বিএনপির ১০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সদর থানা ৪ জন, গাংনী থানা ৫ জন এবং মুজিবনগর থানা একজনকে আটক করেছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপারের নির্দেশে তিন থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম মঙ্গলবার দিনব্যাপী জেলা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় বিশেষ ক্ষমতা আইনে সদর থানা পুলিশ কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মো: শামীম হোসেন (৪৫), মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মো: খোরশেদ আলম (৩৬), বিএনপি কর্মী মো: এনামুল হক (৫৫), কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সভাপতিমো: তুহিন হোসেন (৪০)। গাংনী থানা পুলিশ সাহারবাটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সেক্রেটারি আসমাউল হুসনা(২৮), রায়পুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান (৫০), ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি জামাল হোসেন (৪৫), জুমাত আলী(৫০), সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি,গাংনী পৌর সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক মো: এডাম সুমন(৪০), মুজিবনগর থানা পুলিশ মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সাব্দার আলী(৫৪)।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদকে ৯টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও সাতটি জিআই পাইপ,বারপিচ কাঠর বাঠাম,ছয়পিচ লোহার রড ১৩ জোড়া সেন্ডলসহ গ্রেফতার করেছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা’র নেতৃত্বে অভিযান চালায় ৬২নং আড়িয়া দাখিল মাদ্রাসার মাঠে।এ সময় দর্শনা থানার এস আই টিপু সুলতান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে জেলা ছাত্রদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু আহাম্মেদকে (৩১)গ্রেফতার করে।

সে দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গোষ্ট বিহার গ্রামের রোস্তম

আলীর ছেলে। পুলিশ তার কাছ থেকে ৯টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও সাতটি জিআই পাইপ,বারপিচ কাঠর বাঠাম,ছয়পিচ লোহার রড ১৩ জোড়া সেন্ডলসহ গ্রেফতার করে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা ও বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করেছে।দর্শনা থানা পুলিশ গত দুইদিনে জামাত- বিএনপির ১০ নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

আলমডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াতের ৩ নেতা গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় নাশকতার মামলায় বিএনপি-জামায়াতের ৩ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

তারা হলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ বিশ্বাস (৬০), পাঁচকমলাপুর গ্রামের বাসিন্দা ও জামায়াত নেতা আসাদুল হক (৬৫), কৃষ্নপুর গ্রামের বাসিন্দা জামায়াত নেতা আবু সাঈদ (৩৮)।

আলমডাঙ্গা থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মারজাহান আল মোনায়েম জানান, গত ২৯ শে অক্টোবর ভোরে উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের আল-আমিন সোসাইটি ক্যাডেট মাদ্রাসা এলাকায় নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা হয়েছিল। ওই মামলার তদন্ত করতে গিয়ে হারুনুর রশিদ বিশ্বাস, আসাদুল হক, আবু সাঈদের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ মেলে। ফলে পুলিশের একটি টিম তাদের নিজ নিজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সভাপতি,সম্পাদকসহ গ্রেপ্তার ৪

বিএনপির মহাসমাবেশে হামলা এবং দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলীয় নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিএনপির ডাকা তিনদিনের অবরোধ কর্মসূচির প্রথমদিন কুষ্টিয়ায় চলছে।

আজ মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) ভোর ৬টা থেকে এ অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এরফলে দূর পাল্লার যাত্রীবাহি পরিবহন বন্ধ রয়েছে। যাত্রীদের ভোগান্তী বেড়েছে চরমে। তারা ইজিবাইক ও সিএনজিতে চলাচল করছে।

দূরপাল্লার পরিবহন বন্ধ থাকায় কিছুটা বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। অধিক ভাড়া দিয়ে সিএনজি বা অন্যান্য পরিবহনে উপজেলা শহরগুলোতে যাতায়াত করতে দেখা গেছে অফিসগামী লোকজন সহ সাধারণ যাত্রীদের।

এদিকে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দৌলতপুর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি, সাবেক সংসদ সদস্য, আলহাজ্ব রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লা ও জেলা যুবদলের সহসভাপতি মেজবাউর রহমানকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে শহরের আলফামোড় এলাকার নিজ বাড়ি থেকে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য সোহরাব উদ্দিনকে একটি মাইক্রোবাসে করে নিয়ে যান জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

একই সময় জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহমেদ ও জেলা যুবদলের সহসভাপতি মেজবাউর রহমানকে জেলা বিএনপি কার্যালয় থেকে আটক করে নিয়ে যায় সদর মডেল থানার পুলিশ। এছাড়াও দৌলতপুর থেকে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দৌলতপুর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি, সাবেক সংসদ সদস্য, আলহাজ্ব রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লাকে আটক করে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আশিকুর

রহমান জানান, সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন ও মেজবাউর রহমানকে নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

বিএনপির অবরোধ কর্মসূচিতে নাশকতার প্রস্তুতিকালে হাত বোমা,লোহার রড লাঠিসহ তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই দুই নেতার বিরুদ্ধে নাশকতার একাধিক মামলাও রয়েছে। তবে কোন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে জানতে চাইলে পারে জানানো হবে বলে জানান ওসি।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সোহরাব উদ্দিনের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক আবদুল আলিম সাংবাদিকদের বলেন, ‘সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সাদাপোশাকধারী দু-তিনজন পুলিশ সদস্য এসে খোঁজখবর নেন। এরপর ওপরে উঠে সাহেবের কক্ষে যান। স্যারকে জানালে স্যার বেরিয়ে আসেন। ওই সময় ডিবি সদস্যরা রুম এবং পুরো বাড়ি তল্লাশি চালান।’

দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ডিবি পুলিশের সদস্যরা সোহরাব উদ্দিনকে বাড়ি থেকে বের করে একটি মাইক্রোবাসে করে কুষ্টিয়া শহরে পুলিশ লাইনসের দিকে নিয়ে যান। এ সময় হাস্যোজ্জ্বল মুখে হাত নাড়েন সোহরাব।

এরআগে রোববার দুপুরে কুষ্টিয়ায় বিএনপির ২১৬ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা করেছে পুলিশ। মামলায় ১৬ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা ১৫০ থেকে ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গত রোববার দুপুরে মামলাটি করেন কুষ্টিয়া সদর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) দিপংকর কুমার দেবনাথ।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডের সিঙ্গার মোড়ে বিএনপির মহাসমাবেশের সমর্থনে নেতা-কর্মীরা মিছিল বের করেন। এ সময় বেশ কিছু উচ্ছৃঙ্খল নেতা-কর্মী দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা, যানবাহন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের জন্য সমবেত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৭০ থেকে ২২০ জন উচ্ছৃঙ্খল নেতা-কর্মী দৌড়ে পালিয়ে যান। এ সময় পুলিশ পাঁচজনকে হাতেনাতে আটক করে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ৪টি অবিস্ফোরিত ককটেল, ১৪টি বাঁশের লাঠি, ৯টি লোহার রড ও ৪০টি ইটের টুকরা উদ্ধার করে।

পুলিশের করা এই মামলার আসামিরা হলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল মইদ (৫৩), শামিমুল হাসান (৫২), সদর থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম (৫২), জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মুজ্জাকির রহমান (২৯), সদস্যসচিব খন্দকার তসলিম উদ্দিন (৩৩), জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন (৫১), জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আবদুল হাকিম (৪০), সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ (৪০), শহর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শাহিন (৪৫), জেলা কৃষক দলের বহিষ্কৃত আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম (৪২) ও ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক আমজাদ হোসেন (৪২)।

মেহেরপুরে বিএনপির ১৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বিশেষ অভিযানে মেহেরপুরের ৩ উপজেলা থেকে বিএনপির ১৪ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।এরমধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা থেকে ৬ জন, গাংনী উপজেলা থেকে ৫ জন ও মুজিবনগর উপজেলা থেকে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশের একটি সুত্র নিশ্চিত করেছে।

গতকাল সোমবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে আটক করা। অভিযান চলমান থাকায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি। তবে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ অভিযোগ করেছেন সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তার দলের মোট ২৪ জন নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশের সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া আটককৃত ১২ জন হলেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি রায়হানুল কবীর, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলি ভূট্টো, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম -আহ্বায়ক আব্দুল আজীজ রাজু, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি টুটুল, জেলা যুবদলের সদস্য তুষার, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রমজান, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি নেতা আলাউদ্দিন, জেলা বিএনপির সমবায় বিষয়ক সম্পাদক সাবর আলী, আমদহ

ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মিলন হালসোনা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলাম, সহারবাটি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি আসমাউল হক ও গাংনী পৌরসভা ৬নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি মানিক। বাকি দুজনের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলান একটি মামলা ও অভিযানের ব্যাপারে নিশ্চিত করলেও অভিযান চলমান থাকায় কোন আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

বিশেষ অভিযানে মেহেরপুর জেলা বিএনপির ১২ নেতাকর্মী আটক

বিভিন্ন অভিযোগে বিশেষ অভিযানে মেহেরপুরের ৩ উপজেলা থেকে বিএনপির ১২ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।এরমধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা থেকে ৫ জন, গাংনী উপজেলা থেকে ৪ জন ও মুজিবনগর উপজেলা থেকে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশের একটি সুত্র নিশ্চিত করেছে।

গতকাল সোমবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে আটক করা। অভিযান চলমান থাকায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি। তবে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ অভিযোগ করেছেন সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তার দলের মোট ২২ জন নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশের সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া আটককৃত ১২ জন হলেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি রায়হানুল কবীর, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলি ভূট্টো, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম -আহ্বায়ক আব্দুল আজীজ রাজু, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি টুটুল, জেলা যুবদলের সদস্য তুষার, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রমজান, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি নেতা আলাউদ্দিন, জেলা বিএনপির সমবায় বিষয়ক সম্পাদক সাবর আলী, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মিলন হালসোনা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ওয়ার্ড

বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলাম, সহারবাটি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি আসমাউল হক ও গাংনী পৌরসভা ৬নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি মানিক।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলান একটি মামলা ও অভিযানের ব্যাপারে নিশ্চিত করলেও অভিযান চলমান থাকায় কোন আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

পুলিশ হত্যা ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার নিন্দা তৃণমূল বিএনপির

গত ২৮ অক্টোবর রাজধানী ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশ চলাকালে সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূল বিএনপি। সোমবার দলটির চেয়ারপার্সন শমশের মুবিন চৌধুরী বীর বিক্রম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই নিন্দা জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তৃণমূল বিএনপি জানিয়েছে, দায়িত্ব পালনকালে সহিংস ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল পারভেজ দুর্বৃত্তের হামলায় মৃত্যুবরণ করেন। দলটি এই মৃত্যুর তীব্র নিন্দা জানিয়ে শোক সমপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনাসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেছে। আহত পুলিশ সদস্যদের আরোগ্য কামনাও করেছে দলটি। ২৮ অক্টোবর দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের ওপরে যে হামলা করা হয় তারও নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূল বিএনপি।

২৮ অক্টোবর প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবনে যে হামলা করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে তৃণমূল বিএনপির পক্ষ থেকে। একই দিনে একটি সরকারি হাসপাতালে দুর্বৃত্তদের অগ্নিসংযোগের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনায় দলটি তীব্র নিন্দা জানায়।

সুস্থ রাজনীতিকে সুশাসনের ভিত্তি উল্লেখ করে তৃণমূল বিএনপি তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, রাজনীতি দেশ এবং দেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, জীবন কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। দেশের সুষ্ঠু রাজনীতির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করে তৃণমূল বিএনপি।

বাইডেনের তথাকথিত উপদেষ্টা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার মিয়ান আরেফি আটক

নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টার মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করার ঘটনায় মিয়ান আরেফি, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান সারওয়ার্দী এবং বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার (২৯ অক্টোবর) রাতে মহিউদ্দিন শিকদার নামে এক ব্যক্তি বাদী হয়ে পল্টন থানায় এ মামলা করেন। আসামিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন বাদী। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ডিএমপির মিডিয়া উইং।

আমেরিকার পাসপোর্টধারী মিয়ান আরেফির প্রকৃত নাম মিয়া জাহিদুল ইসলাম আরেফি। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায়। শনিবার বিএনপির কার্যালয়ে মিথ্যা পরিচয়ে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার পর রোববার বিকেলে তিনি দেশছাড়ার চেষ্টা করলে তবে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশে সোপর্দ করে।

২৮ অক্টোবর বিশৃঙ্খলার কারনে বিএনপির মহাসমাবেশ পন্ড হওয়ার পর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে অবঃ লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান সারওয়ার্দী এবং বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের নেতৃত্বে কয়েকজন নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে কিছু সংবাদমাধ্যমের সামনে মিয়ান আরেফি নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টা পরিচয় দেন।এসময় তিনি বলেন পুলিশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন ও বিচার বিভাগের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে তার সরকারের (যুক্তরাষ্ট্র) কাছে সুপারিশ করেছেন।এসময় মিয়ান আরেফি তার বক্তব্যে দাবি করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার দিনে ১০ থেকে ১৫ বার যোগাযোগ হয় এবং মার্কিন সরকারের সংশ্লিষ্ট সবাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে। তিনি মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

উল্লেখ্য ওই দিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিক্ষুব্ধ বিএনপি নেতাকর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা কাকরাইল মোড় থেকে আরামবাগ মোড় পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। তারা প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবনসহ সরকারি স্থাপনা এবং সরকারি গাড়িসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। এতে পুলিশের এক সদস্য নিহত ও পুলিশের ৪১ সদস্য আহত হন। সেসময় দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে ৩০ জন গণমাধ্যম কর্মী আহত হন। একপর্যায়ে বিকেল ৩টার দিকে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা মহাসমাবেশ স্থগিত ঘোষণা করেন।

মামলার এজাহারে বলা হইয়েছে, ওই সংবাদ সম্মেলনে একপর্যায়ে মিয়ান আরেফির বক্তব্য শুনে এবং ভিডিও দেখে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে।হাসান সারওয়ার্দী এবং ইশরাক হোসেন তাকে মিথ্যা বক্তব্য দিতে সহযোগিতা করেন এবং তার বক্তব্য সমর্থন করে বিএনপি নেতাকর্মীদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতিতে উসকানি দেন। মিয়ান আরেফি তাদের সহায়তায় সরকারের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সারা দেশে নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। বিএনপি নেতাকর্মীদের মনোবল বাড়াতে আসামিরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন।